ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2281-2290
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.491

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর থ্রিলার গল্পের নায়ক: অদম্য সেন

সেখ মুন্না আজহারউদ্দিন, *গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literally, the word 'thriller' refers to something that evokes intense excitement; in essence, any suspenseful subject matter qualifies as a 'thriller.' Although detective stories once held undisputed sway over the realm of Bengali literature, there are distinct differences in narrative structure between thrillers and the genres of detective or mystery fiction. Bengali literature boasts a long and rich history of detective and mystery stories. While the journey of the Bengali thriller effectively began with Sharadindu Bandyopadhyay, those early works offered merely a glimpse of the genre; subsequently, many renowned authors have enriched this tradition. The focus of our discussion here is the thriller fiction of Smaranjit Chakraborty—specifically, we aim to explore how the thriller genre manifests in the five short stories of his 'Adamya' series (published in 2013) and how the character Adamya Sen emerges as the central figure of these narratives.

Keywords: Thriller, Suspense, Short story, Smaranjit Chakraborty, Adamya Sen

'থ্রিলার' (Thriller)! নামটা শুনেই যেন এক রোমাঞ্চ লাগে। আসলেই থ্রিলারের আভিধানিক অর্থ 'রোমাঞ্চ'। অর্থাৎ যা কিছু রোমাঞ্চকর তাই 'থ্রিলার'। Merriam-Webster অভিধান অনুযায়ী থ্রিলার হল—

> "a work of fiction or drama designed to hold the interest by the use of a high degree of intrigue, adventure, or suspense" [১]

'থ্রিলার' সাহিত্যের এমন একটি ধরণ যার মূল বৈশিষ্ট্য হল আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা বা সাসপেন্স (Suspense)। যেটির লক্ষ্য হল পাঠককে অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে তোলা এবং গল্পের পরবর্তী অংশে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা জানার জন্য অধীর আগ্রহ জাগিয়ে রাখা। যেকোনো কল্পকাহিনিতেই টানাপোড়েন ও সংঘাতের মাধ্যমে পাঠকের মনে কিছুটা মানসিক চাপ বা উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক; তবে থ্রিলারে এই মানসিক চাপ বা উত্তেজনাটাই থাকে প্রধান বিষয়। এ ধরনের কাহিনিতে থাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি ও নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা পাঠককে শিহরিত বা রোমাঞ্চিত করে তোলে, তাই-ই 'থ্রিলার'। এই থ্রিলার ধারাটি চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। সাধারণত দর্শকদেরকে উৎকণ্ঠায় রাখার জন্য কাহিনি ধীরে ধীরে ক্লাইম্যাক্সের (Climax) দিকে এগিয়ে যায়। থ্রিলারের একটি সাধারণ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা। বিভ্রান্তিকর তথ্য, কাহিনির মোড়, অবিশ্বস্ত কথক এবং ক্লাইম্যাক্সের মতো সাহিত্যিক কৌশল ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হয়। 'থ্রিলার' প্রায়শই খলনায়ক-চালিত কাহিনি হয়, যেখানে তারা এমন বাধা তৈরি করে যা নায়ককে অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়।

আমেরিকান লেখক জেমস প্যাটারসন (James Patterson) একটি সংকলনের ভূমিকায় বলেছিলেন—

> "...But what gives the variety of thrillers a common ground is the intensity of emotions they create, particularly those of apprehension and exhilaration, of excitement and breathlessness, all designed to generate that all-important thrill. By definition, if a thriller doesn't thrill, it's not doing its job."[২]

থ্রিলার গল্পের সঙ্গে রহস্যধর্মী গল্পের অনেক মিল থাকলেও কাহিনি-বিন্যাসের দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রহস্যগল্পে আগে ঘটে যাওয়া কোনো অপরাধের রহস্য উদঘাটনই মূল বিষয়, সেখানে থ্রিলারে নায়ককে মূলত শত্রুর কোনো অশুভ পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে হয়। থ্রিলারের পরিসরও অনেক ব্যাপক; এতে প্রতিরোধযোগ্য অপরাধগুলোর মধ্যে থাকে ধারাবাহিক বা গণ-হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিংবা সরকার উৎখাতের মতো ঘটনা। চরম ঝুঁকি এবং সহিংস সংঘাত থ্রিলারের অপরিহার্য উপাদান। রহস্যগল্পের চূড়ান্ত পর্যায় বা ক্লাইম্যাক্স আসে রহস্য সমাধানের মাধ্যমে। অন্যদিকে থ্রিলারের ক্লাইম্যাক্স আসে তখন; যখন নায়ক খলনায়ককে পরাজিত করে নিজের এবং প্রায়শই অন্যদের জীবন রক্ষা করেন।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন; তাহলে কী থ্রিলার গল্পের সঙ্গে ডিটেকটিভ গল্পের মিল আছে? আসলে ডিটেকটিভ গল্প বা গোয়েন্দা গল্প সাধারণভাবে অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো খুন বা এই জাতীয় অপরাধের ঘটনার উৎসে পৌঁছতে চায়। খুনি বা অপরাধীকে খুঁজে বের করে, খুন বা অপরাধের মোটিফ আবিষ্কার করতে চায়। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের (Arthur Conan Doyle) কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্র 'শার্লক হোমস' সিরিজের গল্পগুলি। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ' সিরিজের গল্পগুলি। অন্যদিকে, 'থ্রিলার' জাতীয় রচনা সম্ভাব্য কোনো গণহত্যা বা বড়সড় অপরাধ, খুন ইত্যাদি আটকানোর চেষ্টা করে। এর নেপথ্যে পুরোনো কোনো খুন বা অপরাধের ঘটনা থাকলেও মূল জোরটা থাকে আরো বড় কোনো অপরাধকে আটকানো বা অপরাধের সিরিয়ালকে থামানোর দিকে। সাম্প্রতিককালের অন্যতম বেস্ট সেলার আমেরিকান লেখক ড্যান ব্রাউনের (Dan Brown) রবার্ট ল্যাংডন সিরিজের 'ইনফার্নো'-র মত উপন্যাসের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে ভাবতে পারি। গোয়েন্দা গল্পে একজন সরকারি বা বেসরকারি গোয়েন্দা সাধারণত মুখ্য চরিত্র হিসেবে থাকেন। ক্রাইম থ্রিলারেও একজন ডিটেকটিভ মুখ্য চরিত্র হতে পারেন, কিন্তু প্রথাগত গোয়েন্দা ছাড়াও নানা বিশেষজ্ঞ সমন্বিত একটি টিম একযোগে কাজ করতে পারেন। বিশেষত আধুনিক থ্রিলারে এর প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কারণ, নানা ধরনের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখন অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে অপরাধী নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করছে। তাকে আটকানোর জন্যও গুপ্তচর, গোপন ল্যাঙ্গুয়েজের কোডব্রেকার, কম্পিউটার হ্যাকার, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং ডিজিটাল সার্ভিলেন্স টিম এসবের প্রয়োজন পড়ছে। সর্বদিক বিবেচনা করে বলতে পারি, থ্রিলারের অনুভূতি নির্ধারিত হয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বা গল্প বলার ভঙ্গি ও কৌশলের উপর ভিত্তি করে। অনেক থ্রিলারেই গুপ্তচর বা গুপ্তচরবৃত্তির বিষয় থাকে, কিন্তু সব গুপ্তচর-কাহিনিই থ্রিলার নয়।

থ্রিলার ধারার শিকড় শত শত বছর আগের। কিন্তু এটি ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসি লেখক আলেকজান্ডার ডুমাস (Alexandre Dumas)-এঁর 'দ্য কাউন্ট অফ মন্টে ক্রিস্টো' (১৮৪৮) এবং স্কটিশ লেখক জন বুকান (John Buchan)-এঁর 'দ্য থার্টি-নাইন স্টেপস' (১৯১৫)-এর মতো উপন্যাসের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র শৈলী হিসাবে বিকশিত হতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে থ্রিলার চলচ্চিত্রের বিকাশে আলফ্রেড যোসেফ হিচককের (Alfred Joseph Hitchcock) চলচ্চিত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া,

জেফরি আরচার, অ্যামব্রোস বিয়ারস, ম্যাক্স ভ্যান, জন চাটারস, ডুয়ানে ডেকার, নেভয়া টায়ার, উইলিয়াম এক নলনি, হাল এলসন অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, হ্যামন্ড ইনেস এবং ব্রায়ান ক্যালিসন প্রমুখ সাহিত্যিক মূলত থ্রিলার রচনার জন্যই সর্বাধিক পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যে একসময় ডিটেকটিভ গল্প বা গোয়েন্দা কাহিনিই বেশি লেখা হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যে ‘থ্রিলার’ বা রহস্য-রোমাঞ্চ ঘরানার এক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আমরা বলতে পারি, বাংলা থ্রিলারের যাত্রা শুরু মূলত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তাঁর সৃষ্ট ‘ব্যোমকেশ বক্সী’-কে কেবল গোয়েন্দা কাহিনি বলা ভুল হবে, এতে থ্রিলারের টানটান উত্তেজনাও বিদ্যমান। এছাড়াও, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৃষ্ট ‘জয়ন্ত-মাণিক’ এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘কিরীটী রায়’ চরিত্রগুলি রহস্য ও রোমাঞ্চের জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তী সময়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘ফেলুদা’ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কাকাবাবু’-র মতো চরিত্রগুলি বাংলা কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক থ্রিলার সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যা আজও সমান জনপ্রিয়। তবে এটাও সত্য যে এগুলিকে যথার্থ থ্রিলার বলতে পারিনা। শুধুমাত্র থ্রিলারের আভাস আছে। সাম্প্রতিককালে বাংলায় ডিটেকটিভ গল্পের বদলে থ্রিলার লেখার চলই বোধহয় বেশি। এখন সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার, পলিটিক্যাল থ্রিলার এবং ডার্ক থ্রিলার ঘরানায় প্রচুর মৌলিক কাজ হচ্ছে। সমরেশ মজুমদার, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সায়ন্তনী পূততুণ্ড, দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের, প্রীতম বসু, অভীক দত্ত এবং বাংলাদেশের লেখক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের মতো লেখকদের উপন্যাস বাংলা থ্রিলারকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়— স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর থ্রিলার গল্পের নায়ক: অদম্য সেন। শুনতে অবাক লাগছে তাই না? আসলে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে ‘পাতাঝরার মরশুমে’, ‘ক্রিসক্রস’, ‘আমাদের সেই শহরে’, ‘পালটা হাওয়া’, ‘বুদ্বুদ’, ‘পাখিদের শহরে যেমন’, ‘ফিঙে’, ‘আলোর গন্ধ’, ‘বৃত্ত’, ‘ফুরায় শুধু চোখে’, ‘কম্পাস’, ‘ওম’, ‘মোম কাগজ’, ‘দোয়েল সাঁকো’, ‘ফানুস’, ‘জোনাকিদের বাড়ি’, ‘সেফটিপিন’, ‘বাবুই’, ‘ছাতিম’, ‘চুয়ান্ন’ প্রভৃতি উপন্যাসের নাম জড়িত। তাছাড়া, ‘উনিশ কুড়ির প্রেম’, ‘প্রেমের উনিশ কুড়ি’, ‘পঞ্চাশটি গল্প’ প্রভৃতি গল্প সংকলনের নামও শোনা যায়। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক, তবে কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম— ‘আমার গোপন কলকাতাকে’, ‘এসো, সুসময়’, ‘পরিগন্ধের শহর’, ‘দেবতার চিলেকোঠা’, ‘নীল-হলুদ মাফলারের কাছে’, ‘সারাজীবনের মতো’, ‘চার প্রহরের কবিতা’, ‘যেটুকু আমার নয়’, ‘বিস্কুট রঙের বাড়ি’, ‘অমন চাঁদের রাত’, ‘মন খারাপের সমস্ত বন্ধুকে’, ‘একটা ছোট বই’, ‘কাঠের জাহাজ’ প্রভৃতি। আধুনিক সাহিত্যের বা বলতে পারি বর্তমান সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সাবলীল কথনরীতি। তাঁর কাহিনির প্রেক্ষাপট পরিচিতি কলকাতা ও শহুরে তরুণ-তরুণীর প্রেম এবং সম্পর্কের জটিল বুনন। গুরু-গম্ভীর ভাষার বদলে সহজ আধুনিক কথ্যভাষার ব্যবহার তরুণ প্রজন্মের কাছে অধিক জনপ্রিয়। আমাদের জনপ্রিয় সাহিত্যিক শুধু সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন থ্রিলার চরিত্র অদম্য সেন যার আর এক নাম অ্যাডাম। বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের ধারায় তাঁর সৃষ্ট পাঁচটি থ্রিলার গল্প নিয়ে রচিত হয়েছে ‘অদম্য’ সিরিজ (২০১৩) যেটি প্রথম খণ্ডে সীমাবদ্ধ। আমাদের আলোচনা সেই পাঁচটি গল্পকে নিয়ে—

অদম্য সেন বিষণ্ণতার চেয়ে শক্তিশালী, একাকিত্বের চেয়ে সাহসী, ঈগলের চেয়ে সজাগ। ছোটোবেলায় বাবার মৃত্যুর পরে তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেন ফাদার ফ্রান্সিস। আল্পসের বুকে এক চার্চে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে অতি সাধারণ চেহারার এই বাঙালি ছেলেটি। কিন্তু, এই ছেলেটিই করতে থাকে বিভিন্ন রহস্যময় কীর্তিকলাপ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে কাজ করে বেড়ানো এক ছায়াময়, রহস্যময় চরিত্র। কখনো আইনের পথে, আবার আইন ভাঙার পথে। কখনো চুরি করা, আবার কখনো বিস্ফোরণ ঘটানোয়

উদ্যত হওয়া। সব কাজে তার অবাধ বিচরণ। আন্তর্জাতিক অপরাধী থেকে ইন্টারপোল— সবাই তাকে খোঁজে, তার সাহায্য নেয়। কী চায় সে? টাকা। অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে বেঁচে থাকবে চারটে অনাথ আশ্রমের নিরীহ শিশুরা। সেই শিশুরা, যারা চুরি বোঝে না, অপরাধ বোঝে না, শুধু বোঝে বেঁচে থাকার লড়াই। তাই অদম্যকে যে কাজেই ডাকা হয়, টাকা পেলে সে, সেই কাজ করে দেয়। তা সে কাজটা আইনি হোক বা বেআইনি।

আমাদের আলোচ্য প্রথম গল্প 'বিস্ফোরণের একটু আগে'। এই গল্পটি লেখক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় থ্রিলার ছোটোগল্প। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল অদম্য সেন। যাকে একজন তুখোড়, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে, একটা রোমাঞ্চকর কাহিনি বুননের মাধ্যমে 'মধ্যম পুরুষে' গল্পটি শুরু হয়েছে। গল্পটিতে কথনরীতি কখনও 'মধ্যম পুরুষ' আবার কখনও 'উত্তম পুরুষে'। এতে গল্পে আলাদাই সাসপেন্স যুক্ত হয়েছে। এক বাইশ বছরের যুবক গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যালের নির্দেশে প্রোফেসর হৃদয়নাথ সোমকে মোবাইলকে ট্রিগার করে আর.ডি.এক্স. বিস্ফোরক দিয়ে মারতে এসেছে।

> "গিফট প্যাক আর তার উপর রাখা মোবাইল ফোন দেখে প্রফেসর অবাক হবেন। তার ফলে তিনি ফোনটা ধরবেনই। আর তিনি বাক্সের উপর রাখা ফোন তুললেই"[৩]

তার দৌলতে সে পাবে পঁয়ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমরা জানতে পারি একদল ছেলে এবং লিরিল রায় নামে এক সুন্দরী মেয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে মাস্টার্স করছে। এই বন্ধুত্বের দলেই আছে অদম্য সেন। লিরিল যার নাম রেখেছে 'অ্যাডাম'। অদম্য সেনের আর এক নাম যে অ্যাডাম এই গল্পেই তা প্রথম জানা যায়। লিরিল ও অ্যাডামের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় বলা যেতে পারে।

প্রোফেসর রমানাথ দের কাছে এইচ.আই.ভি. প্রটেক্টেড ওষুধ ফিফটিন থাউজ্যান্ড ডলার আর টয়েন্টি পারসেন্ট দিয়ে কিনতে এসেছে গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজিব আহুজা। গল্পের শুরুতে যিনি হৃদয়নাথ সোমকে হত্যা করান। কিন্তু, সেই ওষুধের ফর্মুলা প্রোফেসর রমানাথ দে দিতে রাজি হন না কারণ, ঠিকমতো পরীক্ষার আগেই আন্তর্জাতিক ড্রাগ রিভিউ বোর্ডকে ম্যানেজ করে তারা বাজারে ছাড়তে চান। এক রহস্যের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগোতেই বোঝা যায় কোনো একজনকে প্রোফেসর রমানাথের কাছ থেকে এইচ.আই.ভি. প্রটেক্টেড ওষুধের ফর্মুলা চুরি করানোর জন্য হায়ার করেন।

> "এ পৃথিবীতে কোনও কিছু সুরক্ষিত নয়। সে দ্রুত পকেট থেকে মাইক্রোফিল্ম লোডেড ক্যামেরা বের করে ওই সমস্ত সংকেতের ছবি তুলতে শুরু করল।"[৪]

কাকে হায়ার করেছিলেন তা এক যথার্থ থ্রিলার কাহিনির মতোই আমরা গল্পের শেষ অংশে জানতে পারি যে, সে ছিল অদম্য সেন। অদম্যর বন্ধু মহল, লিরিলের সাথে প্রেমের শুরু, এসব দেখে আমরা পাঠকরা বুঝতেই পারিনা যে শুধুমাত্র প্রোফেসর রমানাথকে আর.ডি.এক্স. এর মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য অদম্যকে গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যালের রাজিব আহুজারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। যে আর. ডি. এক্স. অদম্য নিজে হাতে প্যান্ট্রিতে থাকা ফ্রিজের সাথে সংযোগ করে রেখেছে। অর্থাৎ ফ্রিজ খুললেই আর.ডি.এক্স. স্বয়ংক্রিয় হয়ে বিস্ফোরিত হয়ে প্রোফেসর ও ল্যাব সহ অনেক মানুষের প্রাণ যাবে। কিন্তু, তা ঘটেনি। অদম্য ঋতমের ফোনের মাধ্যমে জানতে পারে। ওই ফ্রিজ থেকে মিনারেল ওয়াটার আনতে গিয়েছিল লিরিল।

> "ফোনের মধ্যে থেকে কেউ যেন তাকে গুলি করলো।"[৫]

তার এই কাজের সমস্ত কিছু মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে লিরিলকে। মনে পড়ে তার প্রেমকে। লিরিলকে বাঁচানোর জন্য ফোনে রিং করে। কিন্তু লিরিল হোস্টেলে ফোন রেখে আসে। অদম্যর মনে নানান প্রশ্ন। অদম্য

কি সত্যিই লিরিল কে বাঁচাতে পারবে? অদম্য কি লিরিলকে ভালোবাসে? লিরিলকে বাঁচানোর জন্যই বাইকের মুখ কলেজের দিকে ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়েছিল। কিন্তু, আমরা জানতে পারিনা লিরিলকে বাঁচাতে পেরেছিল কিনা? আর এক রোমাঞ্চ ছোটোগল্পের কাহিনির মতোই গল্পটি শেষ হয়।

'কিয়ারোসকিউরো' গল্পটি জনপ্রিয় থ্রিলার সিরিজ 'অদম্য'-এর অন্যতম আকর্ষণীয় ছোটোগল্প। 'কিয়ারোসকিউরো' যার আভিধানিক অর্থ 'ক্লিয়ার ডার্ক' বা আলো ছায়া বলা যেতে পারে। চারুকলা বা চিত্রকর্মের একটি কৌশল, যেখানে আলো এবং ছায়ার তীব্র বৈপরীত্য ফুটিয়ে তোলা হয়। মূলত ছবিতে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা রহস্য, অপরাধ জগতের অন্ধকার দিক এবং সেখান থেকে অদম্যর বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে আনার রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প এটি।

একটি ছবি চুরি করা নিয়ে পুরো গল্পটি সাজিয়েছেন স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। গল্পটির শেষ অবধি রোমাঞ্চ জাগায় মনে। কোন্‌দিকে কাহিনি বাঁক নেবে বলা বেশ মুশকিল। গল্পটি থ্রিলার গল্পের এক অন্যতম নিদর্শন বলা যেতে পারে। ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র অদম্য সেন, মানে অ্যাডাম। কাহিনির শুরুর পটভূমিকা ২০০৬ সালের সুদূর ইউরোপের আমস্টারডাম। রাইকা একজন আর্ট ফর্জার অর্থাৎ তিনি পুরানো ছবি নকল করেন। অ্যাডাম তার সাথে রেমব্রান্টের একটি ছবি নকল করা নিয়ে দেখা করে আমস্টারডামের যওডেনব্রিস্ট্রাটে।

> "৭৭.৬৩ সেন্টিমিটার ছবিটা নকল করতে রাইকারের প্রায় একমাস সময় লেগেছে। শুধু ছবির সরঞ্জাম জোগাড় করতে।"[৬]

পরের অধ্যায়ে কাহিনি শিফট হয়— ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশে এক উপত্যকায়; কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি। মনীশ উপাধ্যায় সুধীর বেদীকে হারিয়ে সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই অপমানের বদলা নিতে অদম্যকে হায়ার করেন সুধীর বেদী। কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটিতে ১৫ জুলাই, ২০০৬ সালে রেমব্রান্টের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর আঁকা পুত্র টাইটাসকে নিয়ে 'টাইটাস অ্যাট দ্য ডেস্ক' নামে একটি ছবি প্রদর্শনী হবে। যার দাম প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলার। আর সেই ছবিটিকে বদলানো হবে নকল ছবি দিয়ে। যাতে মনীশকে চোর সাব্যস্ত করা যায়। ফলে, পঁচাত্তর হাজার ডলার দিয়ে অদম্যকে হায়ার করেন সুধীর বেদী। সেজন্য গল্পের শুরুতেই ছবি নকল করার ব্যাপারটা উল্লিখিত। তাই গল্পের শুরুতে দেখি অদম্য রাইকারকে দিয়ে ছবি নকল করে।

অদম্য, নীলাম্বর দে অর্থাৎ নীল সেজে কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটিতে যায়। সেখানে সে জানায় অধ্যাপক গোকুল মিশ্রের জীবনী লিখবে। সেখানে দেখা হয়— রাজস্থানের কুমুদ্বতী বিসারিয়া অর্থাৎ কুমু, ইতালির প্যাট্রিক জফ, বিহারের পূরব ঝা আর মহারাষ্ট্রের হিরণ্য কারলেকের সঙ্গে। অন্যদিকে, সুধীর বেদী সিজারকে হায়ার করেন অদম্যকে মারতে কারণ সে অনেক বেশি টাকা ডিমান্ড করেছে।

> "অদম্য সেন নামে ছবি বদলের জন্য যাকে নিয়োগ করেছেন সুধীর, ক্রাইম দুনিয়ায় তার প্রচুর নাম। কিন্তু তা হলেও পঁচাত্তর হাজার ডলার চেয়ে একটু বাড়াবাড়িই করেছে লোকটা।"[৭]

সিজার প্যাট্রিক জফকে হত্যা করে পাহাড় থেকে ফেলে দেয় কারণ সে ছিল মনীশ উপাধ্যায়ের হায়ার করা ইন্টারপোল। আর একথা মনীশ উপাধ্যায়ই সুধীরকে জানিয়েছিলেন সোসাইটির সদস্য হিসাবে।

কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির অন্য এক সদস্য অনুপ আইয়ার রেমব্রান্টের ছবিটি হাসিল করা ও সুধীরের অপমানের বদলার জন্য হায়ার করেন কুমু ও সিকিরোয়িটি চিফ তমোনাশ রয়কে। সুধীরকে হুইস্কির সাথে বিষ পান করিয়ে মেরে দেয় এবং মৃত্যুর আগে সুধীরও গুলি করেন অনুপকে।

> "আমি গাধা আমি কিছু পারি না। তোমার ভিকট্রি! টেন পারসেন্ট! মিলিয়নস অব ডলার। টাকার গরম ! না, ওটা বিষের প্রতিক্রিয়া।"[৮]

ফলে কাহিনির মধ্যে রোমাঞ্চ আরও বেড়ে যায়। বোঝাই যায় না, কাহিনি কোনদিকে মোড় নেবে।

উপত্যকার লাভারস ব্রিজে সুধীরের কথা মতো নীল অর্থাৎ অদম্য ছবিটি আনে। সেখানে পৌঁছায় অনুপের হায়ার করা কুমু ও তমোনাশ। তারা ছবিটি সংগ্রহ করে অদম্যকে মেরে ফেলতে। আর পৌঁছায় অদম্যকে মেরে ফেলতে সিজার। অদম্যর বুদ্ধির জোরে তৈরি করা নকল ছবি নিয়ে অদম্যকে ব্রিজে ফেলে তার গাড়ি নিয়ে পালাতে গেলে ভাগ্যের পরিহাসে সিজারের ক্ষেপণাস্ত্রে মৃত্যু ঘটে কুমু ও তমোনাশের। কারণ, সিজার ভেবেছিল ওই গাড়িতে অদম্য আছে।

> "সিজার পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে আরপিজি-৭ তুলে তার নাইট ভিশন ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখল। কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ি।"[৯]

অদম্য অবশ্য বেঁচে যায়। আর এক রোমাঞ্চ গল্পের মতোই সব পরিষ্কার হয়। গল্পের শেষে কফিশপে অদম্য ফ্ল্যাশ ব্যাকে সব ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি স্মরণ করতে থাকে। অদম্য গোকুল মিশ্রের টাকার প্রতি লোভকে কাজে লাগিয়ে উনার সাহায্যেই ছবিটি বদলান। যে আসল ছবিটি অদম্য ফিজিতে বিক্রি করে অনেক টাকা উপার্জন করবে। কারণ, তাকে চারটে অনাথ আশ্রমকে ফান্ডিং করতে হয়। কারণ একটাই ক্ষুধার্ত শিশুরা ছবি বোঝেনা, শিল্প বোঝেনা। কেবল বোঝে বাঁচার লড়াই।

এরপরের গল্প 'টোপ'। এই গল্পটিতে এক রহস্যময় গতিবিধি এবং বুদ্ধিমত্তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি নিখুঁত ফাঁদ বা 'টোপ'-এর উপর। অদম্য বুঝতে পারে যে, অপরাধী অত্যন্ত ধূর্ত এবং তাকে সাধারণ উপায়ে ধরা অসম্ভব। তাই সে নিজে বা অন্য কোনো পরিস্থিতিকে এমনভাবে সাজায়, যা অপরাধীর সামনে একটি লোভনীয় সুযোগ বা 'টোপ' হিসেবে কাজ করে। ড্রাগের সর্বনাশ নেশা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে; সান কার্টেল নামক ড্রাগ ব্যবসা সংস্থাকে ধ্বংস করার জন্য চেতন গর্গ আর চিফ আলোচনায় মগ্ন। গল্পের শুরুতে দেখি গর্ডন নামে এক গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়। তারপর কাহিনি চলে যায় দশদিন পর।

চিফের মধ্য দিয়ে জানা যায় সান কার্টেল নামক ড্রাগ ব্যবসা সংস্থা তিন বছরে প্রায় বারো হাজার টন হিরোইন হ্যান্ডেল করবে। যারা পুরো টেরিরিজমকে ফান্ডিং করে। আরও জানা যায়; গর্ডন, সান কার্টেলের ভিতরের খবর পৌঁছে দিত গর্গদের। সেজন্য তারা গর্ডনকে হত্যা করে। এই ড্রাগ ব্যবসার মূলে আছে তিন ব্যক্তি— পরমজিৎ অরোরা, পুরুষোত্তম স্বামী এবং নবীন সুদ এরা প্রতেকে সমাজের কাছে সম্মানীয় ব্যবসায়ী। কাজেই এদের সাধারণভাবে অ্যারেস্ট করা যাবে না। তাঁরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বের হয়ে যাবেন।

গর্ডনের খুন হলে গর্গদের দ্বিতীয় গুপ্তচর অর্থাৎ 'মোল টু' এর সাথে যোগাযোগ করে—

> "গর্গ মোবাইলটা বের করে একটা নম্বর ডায়াল করল। আর ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে, বহুদূরে ইয়োরোপের ছোট্ট একটা দেশে ইলেকট্রনিক সিগন্যাল পেয়ে কোকিলের মতো শিস দিয়ে জেগে উঠল আর একটা মোবাইল। বোঝা গেল হানাহানির ভিতরেও বসন্ত সত্যিই আগত !"[১০]

ইয়োরোপের ছোট্ট একটা দেশে যাকে গর্গ ফোন করেছিল, সে অ্যাডাম। তারমানে অ্যাডামই সেই 'মোল টু'। অ্যাডাম জানতে পেরেছে গর্ডনকে হত্যা করেছে রুপিন। মানে তাদেরই দলের লোক। যারা একসঙ্গে সান কার্টেলে কাজ করত। যদিও অ্যাডাম সান কার্টেল ছেড়েছে। আর রুপিন হতে চায় এই ড্রাগ মাফিয়ার মূল

হোতা। তাই সে আগে গর্ডনকে হত্যা করেছে। তারপর অ্যাডামকে কাজে লাগিয়ে পরমজিৎ অরোরা, পুরুষোত্তম স্বামী এবং নবীন সুদকে ব্লাস্ট করে মেরেছে। এখন টার্গেট অ্যাডাম। কিন্তু সে সফল হয় না।

> “একটা টোপ। গর্ডন গিয়েছে। সুদ, স্বামী আর অরোরাও গিয়েছে। এবার লাস্ট পেরেকটা হলি তুই। তোকে না মারলে বারো হাজার টন ড্রাগসের যে কন্ট্রোল সেটা তো সম্পূর্ণভাবে নেওয়া যাবে না। কী বল ?”[১১]

কিন্তু, এক থ্রিলার কাহিনি মতোই আমরা জানতে পারি তারা তিনজন মারা যায়নি। এসব ছিল অদম্যর প্ল্যান। অদম্য মানে অ্যাডাম গর্ডনের খুনিকে ধরতে এবং তাদের একসঙ্গে ব্লাস্ট করে মারতেই আগের ছকটি করেছে। তিনজন ড্রাগ ব্যবসায়ী আর রুপিনকে অ্যাডাম প্ল্যান করে দেশলাই বাক্সের মতো কাঠের বাড়িটাতে একত্রিত করেছে।

> “বড় পাহাড়ের পায়ের কাছে দেশলাই বাক্সের মতো পড়ে আছে বাড়িটা। তবে খালি নয়, বারুদ ঠাসা বাক্স। তার উপর দরজা জানলা সব বন্ধ। ভিতরে সান কার্টেলের তিনজন মাথা, সঙ্গে মাথা হতে চাওয়া রুপিন। গোটা সাউথ এশিয়ার ড্রাগ লিঙ্কটাই জড়ো হয়ে রয়েছে কাঠের বাড়ির ভিতরে।”[১২]

একটা টোপ ব্যবহার করে অ্যাডাম ড্রাগ মাফিয়াদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। গল্পের শেষে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এই কাজের জন্য অ্যাডাম গর্গের কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা নেই।

অদম্য সিরিজের চতুর্থ থ্রিলার গল্প ‘হাতির গল্প’। কাহিনির প্লট বুনন গল্পটিকে আলাদাই রোমাঞ্চ বানায়। কখনো আগের ঘটনা বলে আবার কখনো পরের ঘটনা বলে। কাহিনির শুরুতেই এক ছেলে, স্প্যানিশ দালিকে গুলির হাত থেকে নিজে গুলি খেয়ে বাঁচায়। পরে ঘটনা এক বছর পর শুরু হলে আমরা জানতে পারি যে, জার্মানি ফ্রেডেরিখ লামহ্ ‘ডি গ্যালাক্সি’ নামে একটা ডায়মন্ড মার্চেন্ট কোম্পানির ডিরেক্টর। ফ্রেডেরিখের প্রাপ্য প্রোমোশন তাকে না দিয়ে দুবার দিয়ে দেওয়া হয় তার সহকর্মী ভিটরকে। ফলে সে কোম্পানিকে দেখাতে চায় যে, ভিটর কতটা অযোগ্য। তাই সে এক টিম ঠিক করে— দালি, পিট, মুসা এবং অল্পবয়সী কিডোকে নিয়ে। কিডো; সেই অল্প বয়সী ছেলেটা। যে দালিকে গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই টিম তৈরি করার কারণ, দু-হাজার ক্যারেটের ফিনিশড ডায়মন্ড বন্দর থেকে ডি গ্যালাক্সি যাওয়ার পথে, সে ছিনতাই করতে পারে। আর, প্রমাণ করাতে পারে ভিটরের এই ডায়মন্ড নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানটা কতটা অযোগ্য।

এই টিম নিয়ে এবং রক্ষী মুসার সাহায্যে তারা ডায়মন্ড চুরি করতে সফল হয়। কিন্তু, ফ্রেডেরিখ দালির ভাগের মাল না দিয়ে ওকে কাটিয়ে যাওয়াটাই আসল লক্ষ্য। ফলে, সে জ্যাকেটের ভিতর থেকে ‘স্মিথ এন্ড ওয়েসন’ পিস্তল বের করে সোজা তাগ করে দালির দিকে। অন্যদিকে, মুসা তাগ করে কিডোর দিকে।

> “মানেটা খুব সোজা। তোমার কাজ ফুরিয়েছে। এবার তোমায় এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যেতে হবে বন্ধু। তবে আফশোস এই যে, কিডোর মতো একটা বাচ্চা ছেলেকেও তোমার সঙ্গে চলে যেতে হবে।”[১৩]

কিন্তু তা ঘটে না। খুব কায়দা করে খুন হয় ওরা তিনজন— খুন করে কিডো। যাকে এতক্ষণ বাচ্চা ভাবছিল তার হাতেই খুন হতে হল—

> “ধপ, ধপ, ধপ। পরপর তিনটে ভোঁতা শব্দ হল একসঙ্গে। পিস্তলে সাইলেন্সর লাগানো ছিল কি ? তবে কি ফ্রেডি কিডোকে মারল প্রথমে? চট করে চোখ খুলল দালি। আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে গেল নিমেষের জন্য। ফ্রেডি, পিট আর মুসা পড়ে আছে ছেঁড়া পুতুলের মতো। চোখ স্থির! মুখ খোলা! সাড় নেই শরীরে। দেখলেই বোঝা যায় তারা মৃত।”[১৪]

গল্পের আর এক টুইস্ট দেখা যায় যা আমাদের হতভম্ব করে দেয়। কিডো আর একজনকে হত্যা করে, সে হল দালি।

> "কিডো পিছনে ফিরল এবার। আকাশের দিকে স্থির চোখ করে মাটিতে পড়ে রয়েছে দালির নিথর দেহ। হাতের জুসের বোতলটা কাত হয়ে সায়ানাইড মেশানো জুস কমলা নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে মাটিতে।"[১৫]

কিডো হত্যা করে দালিকে। তাকে হত্যা করার জন্যই একবছর আগে বিশ্বাস অর্জন করেছিল। আর এসব করান চিফ। দালি যে দুজন ইন্টারপোল কে মেরেছিল তা চিফ ভোলেনি তাই কিডোকে হায়ার করেন। একটা ফেক অ্যাটাক করে কিডোকে দালির কাছে প্ল্যান্ট করা হয়েছিল। আর গল্পের শুরুতে যে আমরা দেখি কিডো দালিকে বাঁচিয়েছে, তা ছিল পূর্ব প্ল্যান। আর চিফকে কেন হাতি বলা হত তার ব্যাখা করেছেন তিনি নিজে।

> "হাতি দেখেছ, সত্যিকারের হাতি? দেখলে জানতে ওদের দেখানোর দাঁত একরকম, কিন্তু খাওয়ার দাঁত অন্যরকম। আমায় যারা হাতি বলে তারা কিন্তু শুধু আমার এই শরীরের জন্য বলে না। সিনিয়র লোকজন আসলে হাতির গল্পটা জানে।"[১৬]

গল্পের শেষে আরও এক টুইস্ট আমাদের সামনে আসে। আমরা যাকে এতক্ষণ কিডো ভেবে আসলাম সে আসলে। সেন! অদম্য সেন।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় 'অদম্য' থ্রিলার সিরিজের অন্যতম শেষ ছোটোগল্প হল 'হীরখখচিত'। এই সিরিজের অন্যান্য রচনার মতো এটিও রহস্য, রোমাঞ্চ এবং আবেগের এক চমৎকার মিশ্রণ। গল্পের নাম 'হীরকখচিত' বা হিরে দিয়ে মোড়ানো হলেও, এটি কেবল কোনো মহামূল্যবান হিরে চুরির ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হিরের যেমন অনেকগুলো ধারালো কোণ বা তল থাকে, ঠিক তেমনই মানুষের চরিত্র এবং এই গল্পের রহস্যের একাধিক পরত রয়েছে। বাহ্যিক চকমকে আবরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার দিকটিকেই লেখক এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

গল্পের পটভূমিকা আফ্রিকা মহাদেশের নামিবিয়া। হিরের কারবার নিয়ে কথোপকথন চলছিল ইগর ডিমিট্রির সঙ্গে কোনো একজন অজানা লোকের। পরের ঘটনাটি শিফট হয়, সুইজারল্যান্ডের জুরিখের লিম্মাত নদীর পাড়ে। আর সেখানেই দেখা মেলে অদম্যর। অদম্য অনুসরণ করে ইগর ডিমিট্রি আর টমাস এসপারসনকে। কারণ, তাদের কাছে যে ব্যাগ আছে সেখানে নব্বই মিলিয়ন ইউরোর ব্লু ডায়মন্ড আছে মোট চল্লিশটা। যার এক একটার দাম প্রায় আড়াই মিলিয়ন ইউরো। যেটা ওদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এস.আই.এস. বা এম.আই.সিক্স. এর হাতে তুলে দিতে হবে। এম.আই.সিক্সের ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার মে বা কিট চান কাজটা অদম্য করে দেয়। তার পরিবর্তে অদম্য পাবে এক লাখ ইউরো। অদম্য এই কাজ করে যে টাকা পাবে তা দিয়ে ফাদার ফ্রান্সিস যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল খুলেছে সেখানে কাজে লাগবে। সেখানে টাকার ঘাটতি পড়েছে। টাকাটার খুব প্রয়োজন অদম্যর।

জুরিখের হোটেল থেকে কায়দা করে ইগর ডিমিট্রি আর টমাস এসপারসনের কাছ থেকে বুদ্ধিবলে হিরে গুলিকে রপ্ত করে এবং ক্রিস্টোফার মে বা কিটকে জানায় জুরিখের কিছুটা দূরে বড়ো চার্চের কাছে আসতে। আর দুটো লোক অদম্যকে অনুসরণ করলে তাদের কৌশলে গুলিবিদ্ধ করে। রাস্তায় দেখা হয় মেষপালকের সঙ্গে যে তার গাড়ি আটকে ছিল। আসলে সে ছিল ক্রিস্টোফার মে।

> "লোকটা লাঠিটা নিয়ে ঘুরল। এক মুহূর্ত মাত্র। মেঘভাঙা আলোয় লোকটার হাতে ঝিলিক দিয়ে ওঠা নলটা দেখতে পেল অদম্য। পকেটে হাত দিয়ে গেল ও। ফট! ফট! রাস্তার পাশে থেকে দূরে ছিটকে পড়ল অদম্য। রক্ত চলকে উঠল ওর বুক আর পেট থেকে। সবুজ ঘাসের

> উপর চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে রইল ও। জ্যাকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভেলভেটের থলি। লোকটা এগিয়ে এসে ঝুঁকে বড় থলিটাকে বের করে নিল। তারপর পা দিয়ে অল্প নাড়িয়ে দেখল অদম্যকে। হ্যাঁ, নিথর শরীর। হাসল লোকটা। কাজ হয়েছে।”[১৭]

ক্রিস্টোফার মে গাড়ি নিয়ে এগোতে থাকলে অদম্য উঠে পড়ে। আসলে এটা ছিল অদম্যর প্ল্যান। নকল রক্ত মাখামাখি আর বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরেছিল সে। ফলে অদম্য বেঁচে যায়। আর কিটকে তার নিয়ে যাওয়া গাড়িটিকে বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিটের শরীর। তার দেহ হয়ে যায় সেই চল্লিশটি হিরে দিয়ে হীরখখচিত—

> “তার ভিতর থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট মোবাইলের মতো দেখতে রিমোট। রিমোটের স্ক্রিনে লাল আলো দপদপ করছে। আর দেখাচ্ছে কতদূরে সরে যাচ্ছে গাড়িটা। হাসল অদম্য। গুলি করে সবসময় ভাল করে চেক করতে হয়। কখনও নেড়ে দেখে নিশ্চিত হতে নেই। যতই তাড়া থাকুক, চেক করতেই হয়।”[১৮]

তারপর, ইগরের গাড়ি এসে অদম্য আল্পস পর্বতের পায়ের কাছে পৌঁছলো। আসলে এসবই ছিল জন ডানের প্ল্যান। জন ছিল খুব বুদ্ধিমান। জনদের কাছে খবর ছিল এম.আই.সিক্সের কেউ হিরের কারবারের জন্য সেফ প্যাসেজ দিচ্ছে। তাই তাড়া তদন্ত করছিল। পিট অদম্যকে হায়ার করলেও, জন অদম্যর সঙ্গে একটা সমঝোতা করেছিল। আর সাহায্য করেছিল ইগর ডিমিট্রি যে ছিল মোসাদের চর। যে হিরের স্মাগলিং র‍্যাকেটের স্পাই হয়ে কাজ করছিল।

অদম্যর বিচক্ষণতায় কিটের ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল। সে এই কাজের জন্য টাকাও পেয়ে গেছে। কিন্তু, ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য আরও টাকার দরকার। সে ভাবতে ভাবতে জ্যাকেটে হাত ঢোকালে হাত স্পর্শ করে পকেটে থাকা চারটে হিরের টুকরোতে। আর একটা চিরকুট। তাতে লেখা আছে হীরখখচিত। চারটে হিরের টুকরো ইগর জ্যাকেটের মধ্যে অদম্যকে উপহার দিয়েছিল। এক রহস্য রোমাঞ্চর মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

বাংলা সাহিত্যের থ্রিলার গল্পের ধারায় স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর অদম্য সিরিজের ছোটোগল্পগুলি অনবদ্য। যে পাঠক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী মানে শুধু রোমান্টিক, সাবলীল ভাষা, সহজ সরল প্লট-নির্ভর সাহিত্যিক বলে মনে করেন তাঁদের কাছে এই থ্রিলারগুলি অন্য মাত্রায়, অন্য পর্যায়ে ধরা দেয়। প্রতিটি কাহিনির পটভূমিকা বিদেশ। কখনও আল্পস, কখনও বা সুইজারল্যান্ডের জুরিখ, কখনও বা আফ্রিকার নাবিবিয়া, আবার নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম। তবে প্রতিটা কাহিনির সঙ্গে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যুক্ত। লেখক আমাদেরকে যেন গোটা বিশ্ব ঘোরান। তার সাথে বৈজ্ঞানিক নানান ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার। থ্রিলার গল্পের যে মূল আকর্ষণ তা প্রতিটা গল্পেই লক্ষণীয়। গল্পগুলি যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ অবধি সাসপেন্স বজায় থাকে। বাংলা সাহিত্যে ভালো থ্রিলারের সংখ্যা হাতে গোনা। বাংলা থ্রিলার সাহিত্যে অদম্য সেনকে সংযোজন করেছেন। আর গোয়েন্দা কাহিনি কিংবা থ্রিলারের নায়ক এত দিন ধরে যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর অদম্য সব দিক থেকেই আলাদা। বাংলা সাহিত্যের ধারায় অদম্য সেন মানে অ্যাডাম চরিত্র আসলেই এক রোমাঞ্চ গল্পের নায়ক এই বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.merriam-webster.com/dictionary/thriller
২. Patterson, James. Thriller: Stories to Keep You up All Night. Mira Books, 2006, Toronto, p. iii

৩. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ। অদম্য। আনন্দ, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১২।
৪. তদেব, পৃ. ২৬।
৫. তদেব, পৃ. ৩৬।
৬. তদেব, পৃ. ৪০।
৭. তদেব, পৃ. ৫৫।
৮. তদেব, পৃ. ৭৯।
৯. তদেব, পৃ. ৮৬।
১০. তদেব, পৃ. ৯৭।
১১. তদেব, পৃ. ৯৭।
১২. তদেব, পৃ. ১০৭।
১৩. তদেব, পৃ. ১১৭।
১৪. তদেব, পৃ. ১২১।
১৫. তদেব, পৃ. ১২৪।
১৬. তদেব, পৃ. ১২৫।
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৯।
১৮. তদেব, পৃ. ১৪০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, ২০১২, কলকাতা।
২. Patterson, James. Thriller: Stories to Keep You up All Night. Mira Books, 2006, Toronto.
৩. Bowers, Fredson, Edited. Vladimir Nobokov Lectures on Russian Literature. A Harvest Book & Harcourt, Inc. Broccoli Clark Layman, 1981. USA.
৪. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ। অদম্য। আনন্দ, ২০১৩, কলকাতা।
৫. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। সাহিত্য প্রকরণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০২ বঃ, কলকাতা।
৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_(genre)। প্রবেশের তারিখ: ৯ জুন, ২০২৬।
৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_film। প্রবেশের তারিখ: ৯ জুন, ২০২৬।
৮. https://celadonbooks.com/what-is-a-thriller/। প্রবেশের তারিখ: ১০ জুন, ২০২৬।
৯. https://www.merriam-webster.com/dictionary/thriller। প্রবেশের তারিখ: ১৫ জুন, ২০২৬।
১০.https://www.anandabazar.com/culture/poila-baisakh/a-special-write-up-about-smaranjit-chakraborty-by-caesar-bagchi-1.597743। প্রবেশের তারিখ: ১৬ জুন, ২০২৬।